দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 19 JUL 2007
পৃষ্ঠা 22 কলাম 6

আলোচিত ৫২ প্রথম শ্রেণী

ঢাবি সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত হাইকোর্টে স্থগিত

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বহুল আলোচিত ৫২ প্রথম শ্রেণীর ওপর বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত স্থগিত করেছে হাইকোর্ট। একই সঙ্গে ওই সিদ্ধান্ত কেন অবৈধ হবে না এ মর্মে বিশ্ববিদ্যালয়কে শোকজ করা হয়। গতকাল (বৃহস্পতিবার) সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ এ আদেশ প্রদান করে। গত ৫ জুন তদন্ত কমিটি রিপোর্টের ভিত্তিতে সিন্ডিকেট সভায় ৫২ প্রথম শ্রেণী পাওয়া পৃঃ ৮ ঃ কঃ ২

ঢাবি সিন্ডিকেটের

১২-এর পৃষ্ঠার পর

পরীক্ষার সঙ্গে জড়িত পাঁচ শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ২০০৪ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের এ মাস্টার্স পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষায় ১৩৮ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৫২ জন প্রথম শ্রেণীতে পাস করেন। ফল প্রকাশের পর এ নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক শুরু হলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। তদন্ত কমিটির রিপোর্টে পরীক্ষার ফলাফলের যোগ-বিয়োগে ভুল, নাম্বার টেম্পারিংসহ পরীক্ষা প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন অসঙ্গতি ও সীমাবদ্ধতা ধরা পড়ে। সিন্ডিকেট সভায় সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কমিটি ও টেবুলেটররা এসব অনিয়ম ধরতে ব্যর্থ হওয়ায় সিন্ডিকেট তাদের ব্যাপারে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছে। ভবিষ্যতে এদের আর কোন পরীক্ষা সংক্রান্ত দায়িত্ব দেয়া হবে না মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সিন্ডিকেট।

পরীক্ষা কমিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা হলেন- বাংলাদেশ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. আতাউর রহমান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ও মাস্টার্স পরীক্ষা কমিটির প্রধান প্রফেসর ড. মোঃ আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া, প্রফেসর শহীদুল হক মুন্সী, প্রফেসর এ কে এম শহীদুল্লাহ।

এ সিদ্ধান্তের পর রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া বাদী হলে কোর্টে রীট করেন। গতকাল (বুধবার) সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভার ওই আদেশ স্থগিত করে। বিচারপতি ব্যারিস্টার আসাদুল হোসেন কিউসি ও ব্যারিস্টার ছিদ্দিকুর রহমান খান গঠিত বেঞ্চের দেয়া এ রায়ে ওই আদেশ কেন অবৈধ হবে না এ মর্মে বিশ্ববিদ্যালয়কে শোকজ করা হয়।

হাইকোর্টের এ রায়ের ব্যাপারে প্রফেসর ড. আতাউর রহমান বলেন, বিচারের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও আস্থা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চাপের মুখে ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এ রায়ে আমি সন্তুষ্ট।